বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন **১ম** পত্র

সপ্তম অধ্যায় ঃ সরকার কাঠামো

নমুনা প্রশ্ন-০১

আধুনিক সরকারের তিনটি অঙ্গ থাকে। একটি আইন প্রণয়ন করে, একটি শাস কার্য পরিচালনা করে আর একটি আইন অনুযায়ী বিচার করে। সরকারের অঙ্গসমূহ পারস্পরিক নির্ভরশীল তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনা করতে পারে আবার প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদাভাবে কার্যক্রম চালাতে পারে।

ক) এককেন্দ্রিক সরকার কি? ১

খ) সক্ষমতার ভারনসাম্য নীতি কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) সরকারের অঙ্গ সমূহের আলাদা আলাদা ও অবস্থানকে কি বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) "তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে সরকারের অঙ্গ সমূহের আলাদা আলাদা অবস্থান কাম্য নয় এবং সম্ভব ও নয়- বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

নমুনা উত্তর-০১

ক) উত্তরঃ এককেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ গোটা দেশ একটি কেন্দ্র থেকে শাসিত ও পরিচালিত হয়।

খ) উত্তরঃ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি হলো সেই নীতি যার মধ্যেমে সরকারের তিনটি বিভাগই একে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কার্যত সরকারের তিনটি বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যেমন যায় না আবার সেটি ঠিক ও হয়। কেননা এতে করে কোন বিভাগ সেচ্ছাচারী হয়ে ওঠতে পারবে না।

কোন বিভাগের পক্ষে একা চলা সম্ভব ও নয়। এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের উত্তরে বলা যায় 'ক্ষমতার আলাদা আলাদা অবস্থানকে বলা হয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে যারা আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ সরকারের ও তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করে দেয়া।

(এ পর্যায়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীর করণনীতির বৈশিষ্ট্য গুলো ই থেকে লিখবে।)

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

নিচে তার ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

(এ পর্যায়ে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির ব্যাখ্যা করণে সংক্ষিপ্তভাবে বই থেকে)

(এ স্তরে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বই থেকে সংক্ষেপে লিখবে।)

(এ স্তরে ক্ষমতা ও তন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা সমূহ বই থেকে লিখবে। সংক্ষেপে)

সর্বশেষে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্যায়ন অংশটুকু লিখবে।

নমুনা প্রশ্ন-০২

মানুষের সাফল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। 'ক' দেশের সরকার মানুষের অধিকাররের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথকে সুগম করে। আর 'ক' দেশে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

ক) সরকারের কোন বিভাগ আইন কার্যকরী করে? ১

খ) দায়িত্বশীল সরকার বলতে কি বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকের 'ক' দেশে সরকারের কোন বিভাগের কথা বলা হয়েছে? উক্ত বিভাগ কীভাবে মানুষের অধিকার

সংরক্ষণ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়গুলো চিহ্নিত কর। ৪

নমুনা উত্তর-০২

ক) উত্তরঃ সরকার শাসন বিবাগ আইন কার্যকরী করে থাকে।

খ) উত্তরঃ দায়িত্বশীল সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায়, যে সরকার তাদের স্থায়ীত্ব ও কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে। অর্থাৎ যে কারণ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় বা দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্নার বলেছেন, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা একতা এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রীসভা আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন। অর্থাৎ আইন সভার আস্থা হারালে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। এজন্য সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয় থাকে।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে সরকারের বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে।

সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। সিজউইক এর মতে, বিচার বিভাগ হচ্ছে সেই বিভাগ যা আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে।" ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে বিচার বিভাগ আইনের আলোক তার মীমাংসা ও ন্যায় বিচার করে থাকে।

(এ স্তরে বিচার বিভাগের কার্যাবলী থেকে নীচের পয়েন্টগুলো লিখবে। ব্যাখ্যা সহ-

১. বিচার সংক্রান্ত কাজ, ২. আইনের ব্যাখ্যা ৩. নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ৪. বই থেকে আলোচনা করবে।

সবশেষে সমাজজীবনে সম্ভাব্য সফল প্রকার অন্যায় অবিচার নির্যাতন নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান ব্যক্তিই হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ উক্ত বিভাগ উপরোক্ত কাজের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

ঘ) উত্তরঃ উক্ত বিভাগ বিাচর বিভাগ এটি আমরা আগেই মেনেছি।

এ পর্যায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় তা লিখতে হবে। (বই থেকে)

এ পর্যায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার রক্ষার উপায়গুলো লিখবে। (বই থেকে)

সব শেষে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অংশ থেকে প্রথম অনুচ্ছেদটি লিখবে। (বই থেকে)

নমুনা প্রশ্ন-০৩

সরকারের তিন অঙ্গ 'ক' আইন প্রণয়ন, 'খ' শাসন পরিচালনা, 'গ' ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে, তিনটি অঙ্গের কাজ আলাদ হলে ও সংসদীয় ব্যবস্থায় 'ক' বিভাগ 'খ' বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার গঠন কাঠামো কীরূপ হয়? ১

খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের 'খ' অঙ্গটি কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) সংসদীয় ব্যবস্থা 'ক' 'খ' কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে-উদ্দীপকের কথাটির সাথে তুমি কি একমত? হ্যাঁ হলে সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

নমুনা উত্তর-০৩

ক) উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।

খ) উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করার ইচ্ছা। যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাবের দুটি দিক রয়েছে। যথা- কেন্দমুখী প্রবণতা ও কেন্দ্র বিমুখী প্রবণতা। এই ব্যবস্থায় প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো জাতীয় ঐক্য চাইবে কিন্তু এক হয়ে মিশে যেতে চাইবে না। প্রদেশগুলো সাধারণত কতগুলো বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করে। বাদ বাকি ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চায়।

অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হবার প্রবল বাসনার সাথে সাথে প্রদেশগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রবণতা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের 'খ' অঙ্গটি হলো সরকারের শাসন বিভাগ।

(এ স্তরে শাসন বিবাগ কাকে বলে তা লিখবে।)

(এ স্তরে শাস বিভাগের কার্যাবলী সমূহ লিখবে বই থেকে।
ঘ) **উত্তরঃ** উদ্দীপকের 'ক' অঙ্গটি হলো সরকারের আইন বিভাগ।
সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ সাধারণত শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কারণে এটিকে দায়িত্বশীল সরকার ও বলা হয়ে থাকে। কেননা যেহেতু জনগনের নিয়ে জনপ্রতিনিধিরা আইন সভায় সদস্যরা সে সব বিষয়ে তাদের মতামত জ্ঞাপন করার অধিকার আইন সভায় রয়েছে।
(নিচে আইন সভার কার্যাবলী থেকে নিম্নলিখিত কার্যাবলী গুলো লিখবে।)
১. শাসন সংক্রান্ত কাজ। ২. জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক। ৩. বিচার সংক্রান্ত কাজ, ৪. অনুসন্ধানমূলক কাজ।
৫. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ।
(এই পয়েন্টটি সবার শেষে অর্থাৎ সবশেষের অনুচ্ছেদে লিখবে।)

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ স্থানীয় প্রশাসন

নমুনা প্রশ্ন-০৪

আবেদ সাহেব গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে তিনি ও আরো দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামীন উন্নয়নে ও প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

ক) পৌরসভার প্রধানের পদবি কি? ১
খ) স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখা। ২
গ) উদ্দীপকের আবেদ সাহেব যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ) গ্রামীণ উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৪

ক) উত্তরঃ পৌরসভার প্রধানের পদবি হলো 'মেয়র'।

খ) উত্তরঃ একটি দেশে সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধীন স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাপকের স্থানীয় সরকার বলে।
অপরদিকে স্থানীয়ভঅবে স্থানীয় জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলে।
স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোন নীতি নির্ধারনী ক্ষমতা নেই। তারা সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নকারী মাত্র। তাদের লক্ষ্য হলো সু-শাসন ও সু-সরকার প্রতিষ্ঠা।
অন্যদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই এদের লক্ষ্য হলো স্ব-শাসন বা স্ব-সরকার প্রতিষ্ঠা করা। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের লক্ষ্য থাকে অন্যদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লক্ষ্য হলো স্থানীয় জনগনের কল্যান সাধন।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের আবেদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি হলো উপজেলা পরিষদ।
(এ পর্যায়ে উপজেলা কি এটি লিখবে বই থেকে)
(সবশেষে উপজেলার গঠন লিখবে।)

ঘ) উত্তরঃ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি উদ্দীপকের আবেদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান। যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ওপর প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি একটি প্রশাসনিক ইউনিট এবং এটি একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।
(এ স্তরে বই থেকে সংক্ষেপে উপজেলার কার্যাবলী লিখবে।)

গ্রাম প্রধান আমাদের এই বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে অরশ্য স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনে স্থানীয় প্রতিনিধিদের কাজে লাগতে হবে। গ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে এটি পুরোনো শ্লোগান। আর স্থানীয় সংস্থা গুলোই পারবে স্থানীয় জনগনের চাহিদা মোতাবেক তাদের প্রয়োজন মেটাতে। তাই বৃহদায়তন ও বিপুলায়তন জনগোষ্ঠী সম্পন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

দশম অধ্যায় ঃ নাগরিক সমস্যা

নমুনা প্রশ্ন-০৫

সম্প্রতি চট্টগ্রাম শহরে কয়েকটি রেস্টুরেন্টকে ভাম্র্যমান আদালত খাদ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ জিনিস ব্যবহার ও ক্ষতিকর রং মেশানো খাদ্য বিক্রির দায়ে জরিমানা করে। অতি মুনাফার লোভে রেস্টুরেন্ট মালিকগন জেনেশুনে এই কাজটি বরাবরই করে থাকে। তারা নিজেরা ও জানে এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

ক) এইডসের ভাইরাসটির নাম কি? ১
খ) ব্রেইল পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত রেস্টুরেন্টের কর্মকান্ড কোন সমস্যাকে নির্দেশ করে? এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত জনস্বাস্থ্যের জন ক্ষতিকর সমস্যা গুলো নিরসন কল্পে তোমার সুপারিশ সমূহ লেখ। ৪

নমুনা উত্তর-০৫

ক) উত্তরঃ এইডসের ভাইরাসটির নাম হলো HIV.

খ) উত্তরঃ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার একটি পদ্ধতির নাম হলো ব্রেইল। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা একটি কাগজে বিশেষ পদ্ধতিতে অন্ধদের উপযোগী করে কিছু প্রতীকের সাহায্যে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয় যা হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অন্ধ শিক্ষার্থীরা পড়ে থাকে। ব্রেইল পদ্ধতি অন্ধদেরকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে উল্লেখিত রেস্টুরেন্টের কার্যক্রম খাদ্যে ভেজাল জনিত সমস্যাটিকে নির্দেশ করে। যা বর্তমান সময়ে একটি বিরাট নাগরিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছ।
(এ পর্যায়ে খাদ্যে ভেজাল কি? এটি বই থেকে লিখবে।)
(এ স্তরে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর কারণ সমূহ বই থেকে লিখবে।)

ঘ) উত্তরঃ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক আরোধ। খাদ্যে ভেজাল বর্তমান সময়ের এমন একটি নাগরিক সমস্যা যা শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বই আজ এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। রোগমুক্ত সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য ভেজাল প্রতিরোধ সফলকে সচেতন, সোচ্চার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। না হলে মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে।
(এ স্তরে খাদ্যে ভেজাল রোধে সে প্রতিকার গুলোর কথা বই এ রয়েছে তা সংক্ষেপে লিখবে।)
(সর্বশেষে লিখবে--

আমরা বেঁচে থাকার জন্য খঅদ্য গ্রহণকরি আর এ খাদ্য যদি ভেজাল যুক্ত হয় তবে তা সকলের স্বাস্থ্যের জন্যই ক্ষতিকর বলা হয়ে থাকে স্বাস্থ্যেই সকল সুখের মূল। অতএব, এই মানব বিধ্বংসী কর্মকান্ড থেকে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরত রাখতে হলে প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস ও বৃহৎ পরিকল্পনা। সরকারের সাথে সাথে সমাজের সব শ্রেণি পেশার লোকজনকে এতে সম্পৃক্ত করতে হভে।